বিচারপতির নৈতিকতা

সাবেক এক বিচারপতির সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, *“আচ্ছা চাচা, সরকার পক্ষের সাথে বিভিন্ন সংবেদনশীল রাজনৈতিক মামলাগুলোতে বিচারপতিরা সবসময় সরকার পক্ষে রায় দেন। এই কথা তো ঠিক, তাইনা?”*

তিনি গম্ভীর গলায় মাথা নেড়ে বললেন, “কিছুটা হলেও ঠিক।”

“এটা কি এই কারণে যে মামলাগুলো চলাকালীন সময়ে আইন মন্ত্রণালয় থেকে টেলিফোন করে বলে দেয়া হয় যে এই মামলার রায় কি হবে?”

“না, না, এই ধরনের ফোন কে করবে? কেন করবে? এমন কোন ফোন আসেনা।”

“তাহলে কি এই কারণে যে বিচারপতিরা ভয় পান যে এই মামলাগুলোর রায় বিপরীত হলে সরকার তাদের উপর আক্রমণ করবে?”

“না, না। সেই রকম ভয় কেউ পায়না। আর সরকার কি করবে? বিচারপতিদের উপর আক্রমণ করার সাহস সরকারের আছে নাকি?”

“তাহলে চাচা বলেন, বিচারপতিরা এই ধরনের মামলায় বেশিরভাগ সময় সরকার পক্ষে রায় দেন কেন?”

“এর মুল কারণ আমি মনে করি, বিচারপতিরা সময় সময় এই ধরনের রায় দেন এক ধরনের দায়বদ্ধতা থেকে। তারা বিশ্বাস করেন, যেহেতু সরকার তাদেরকে নিয়োগ দিয়েছে, সেহেতু সরকারের পক্ষে রায় দেয়া তাদের এক ধরনের নৈতিক দায়িত্ব।”

*****

আমার শৈশব কেটেছে ঢাকার কাকরাইল এলাকাতে। এক পর্যায়ে আমাদের আবাস ঠিক হল কাকরাইলের সার্কিট হাউসে। বাসাটি ছিল বিশাল বড়। চারপাশে সব্জি এবং ফুলের বাগান। অসংখ্য ফলের গাছ। একবার সার্কিট হাউসের গেট দিয়ে ঢুকলেই যে কারোরই মন ভাল হয়ে যেত।

এই সুন্দর বাগানঘেরা বাসাতেও একসময় পরিবর্তনের ছোয়া লাগতে শুরু করল। একদিন লক্ষ্য করলাম, কিছু ব্যক্তি এসে ফিতা দিয়ে কি যেন মাপ নিচ্ছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, এই সার্কিট হাউসের পাশে নতুন বাড়ি হবে। সেখানে থাকবেন বিচারপতিরা। এই এলাকার নতুন নামকরণ হবে *জাজেস কমপ্লেক্স*।

বছর না ঘুরতেই পুরো এলাকাটিই রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। সেখান তৈরি হল নতুন বাড়ি। সেই বাড়িগুলোতে একে একে উঠতে লাগলেন জাস্টিসরা।

আমরা জানতে পারলাম, আমাদের উল্টো পাশের বাসায় উঠেছেন জাস্টিস রুহুল আমিন। পিছনের বাসায় উঠেছেন জাস্টিস সিরাজুল ইসলাম। আর সামনে কোণার বাসায় উঠেছেন জাস্টিস মাহমুদুল আমিন চৌধুরী।

একদিন এক কান্ড ঘটে গেল। আমাদের বাসার এক কাজের লোক কোন একটি বিষয়ে এক জাস্টিসের সাথে বেয়াদবি করে বসল। বিচারপতি তাকে এক কড়া ধমক দিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল রাতের বেলা। আমরা কেউ জানতে পারিনি।

পরদিন সকালের নাস্তার টেবিলে আমার বাবা আমাদেরকে জানালেন পুরো ঘটনাটি। তিনি বললেন, "ঘটনাটি জানার সাথে সাথে আমি জাস্টিস সাহেবের কাছে গিয়ে এর জন্য ক্ষমা চেয়ে এসেছি। তখন বাজে প্রায় রাত বারোটা।"

আমরা কিছুটা বিরক্ত হয়ে তাকে বললাম, "তুমি আবার এতো রাতে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে গেলে কেন?"

আমার বাবা এর উওরে বললেন, "বাবারে, বিচারপতি কি জিনিস, তোমরা চেন না। আমরা চিনি।"

বিচারপতি কি জিনিস, জাতি আজ তা ভুলে গেছে। জাতিকে তা চেনাতে হবে।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
আগস্ট ২৭, ২০১৬

ছবিসূত্রঃ ইন্টারনেট